আমাদেরকে খাওয়ারিজদের মানহাজের অপবাদ দেওয়া হয়

আল-বুরহান মিডিয়া

আমাদেরকে খাওয়ারিজদের মানহাজের অপবাদ দেওয়া হয়

মূলঃ আল-ওয়াক্বার মিডিয়া

মুহাররাম - ১৪৩৮ হিজরী

অনুবাদ ও পরিবেশনায়ঃ আল-বুরহান মিডিয়া

প্রথম প্রকাশঃ মুহাররাম - ১৪৪৩ হিজরী

দ্বিতীয় ও পরিমার্জিত সংস্করণঃ

যিলক্বদ - ১৪৪৩ হিজরী

হক্বের শত্রুরা সর্বদাই হক্বপন্থীদের আক্রমণ করে ত্রুটিপূর্ণ দোষে আখ্যায়িত করতে থাকে এবং মানুষদেরকে তাদের ব্যাপারে আতঙ্কিত ও তাদের অনুসরণ থেকে দূরে রাখার উদ্দেশ্যে তাদের (হক্বপন্থীদের) নাম পরিবর্তন করে। আদম আলাইহিস-সালাম থেকে শুরু করে সর্বশ্রেষ্ঠ মানব মুহাম্মদ ﷺ পর্যন্ত সকল নাবী রাসুলগণের কেউই পাপিষ্ঠ, নিম্নশ্রেণীর মানুষদের কটাক্ষ ও নিন্দা থেকে রেহাই পায়নি। ইবলিস আদম আলাইহিস-সালামের ব্যাপারে বিদ্রুপ ও তিরস্কার করে বলেছে, অথচ সে নিশ্চিতরূপে জানতো যে, আল্লাহ নিজ হাতে তাকে (আদম) সৃষ্টি করেছেন; ফলে সে তাকে (আদমকে) ভালো ভাবেই চিনেছে।

আল্লাহ ﷻ বাণীঃ

قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ ۖ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ۝

“তিনি বলেন, যখন আমি নির্দেশ দিয়েছি, তখন কোন জিনিস তোমাকে সিজদা করতে বাধা দিল? সে বলল, আমি তার চাইতে শ্রেষ্ঠ। আপনি আমাকে আগুন দ্বারা সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি

দ্বারা।”[1]

আল্লাহ ﷻ এর বাণীঃ

﴿كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ﴾

“তাদের পূর্বে নূহের সম্প্রদায়ও মিথ্যারোপ করেছিল। তারা আমার বান্দার প্রতি মিথ্যারোপ করেছিল এবং বলেছিল, এ তো উন্মাদ। তারা তাকে হুমকি প্রদর্শন করেছিল।”[2]

তারা শুয়াইব আলাইহিস-সালামের ব্যাপারে বলল,

قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا ۖ وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ ۖ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ ﴿٩١﴾

“তারা বলল- হে শুয়াইব, আপনি যা বলছেন তার অনেক কথাই আমরা বুঝি না, আমারা তো আপনাকে আমাদের মধ্যে দূর্বল ব্যক্তিরূপে মনে করি। আপনার বন্ধুরা না থাকলে আমরা আপনাকে পাথর মেরে হত্যা

---

[1] সুরা আ’রাফ - ১২

[2] সুরা ক্বমার - ০৯

করতাম। আর আপনি আমাদের উপর কোন শক্তিশালী ব্যক্তি নন।”[3]

ফিরআউন - যে তাগুত ও নিজেকে ইলাহ দাবি করত, সে আল্লাহর রাসুল মুসা আলাইহিস-সালামের ব্যাপারে বলল,

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ ۖ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ ﴿٢٦﴾

“আর ফিরআউন বলল, তোমরা আমাকে ছেড়ে দাও আমি মুসাকে হত্যা করব, আর সে তার রবকে ডাকুক! আমি আশঙ্কা করি যে, সে তোমাদের ধর্ম পরিবর্তন করে দিবে অথবা সে যমিনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে।”[4]

ফিরআউনের সভা পরিষদ ও তার দালালরা ফাতওয়া দিয়েছিল। ফলে তারা তার ব্যাপারে বলল,

وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ ۚ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ

---

[3] সুরা হুদ - ৯১

[4] সুরা গফির - ২৬

قَاهِرُونَ ۝

“ফিরআউনের সম্প্রদায়ের র্সদাররা বলল, তুমি কি মুসা ও তার সম্প্রদায়কে ছেড়ে দিবে যমিনে বিশৃঙ্খলা করার জন্য এবং তোমাকে ও তোমার উপাস্যদেরকে বাতিল করে দেয়ার জন্য? সে বলল, আমরা এখনি হত্যা করব তাদের পুত্র সন্তানদিগকে, আর জীবিত রাখব মেয়েদেরকে। বস্তুতঃ আমরা তাদের উপর প্রবল।”[5]

ফলে তারা আল্লাহর রাসুলকে পৃথিবীতে তাওহীদ ও সৃষ্টিকুলের বিশৃঙ্খলাকারীদের অন্তর্ভুক্ত করেছিল। তারা শেষ নাবী, সকল সৃষ্টির মাঝে উত্তম ও রব্বুল আলামিনের সবচেয়ে মহান রাসুলের ব্যাপারে বলেছিল যে, নিশ্চয়ই তিনি পাগল, যাদুকর, গণক ও মিথ্যুক।

শাইখ আব্দুল লতিফ ইবনে আব্দুর রহমান রহিমাহুল্লাহ বলেন, “কুরাইশরা আল্লাহর রাসুলের ব্যাপারে বলেছিল যে, নিশ্চয়ই তিনি সাবি'য়ী। আর সাবি'য়ী হল মুতাযিলা ও খারিজি অর্থের কাছাকাছি। আর এটা হক্বপন্থীদের ব্যাপারে চলমান রীতি যা ক্বিয়ামত পর্যন্ত চলবে।”

আল্লাহ ﷻ এর বাণীঃ

وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى

---

[5] সুরা আ’রাফ - ১২৭

كَثِيرًا ۚ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴿١٨٦﴾

“অবশ্যই তোমরা শুনবে পূর্ববর্তী আহলে কিতাবদের কাছে এবং মুশরিকদের কাছে বহু অশোভন উক্তি। আর যদি তোমরা ধৈর্য্য ধারণ কর এবং তাক্বওয়া অবলম্বন কর, তবে তা হবে দৃঢ় প্রত্যয়ী ব্যাপার।”[6]

ওরাক্বা ইবনে নওফেল ওহীর সূচনালগ্নে রাসুল ﷺ কে বলেছেন, নিশ্চয়ই আপনি যা নিয়ে এসেছেন তার অনুরূপ কেউ নিয়ে আসলে তার সাথে শত্রুতা করা হয় - অর্থাৎ অপবাদ দেওয়া হয় - তার মূল চিত্র বিকৃত করা হয়, তার সাথে যুদ্ধ ও লড়াই করা হয়। এমন প্রত্যেকের সাথেই - যে রাসুলদের পথে চলে, সত্য প্রচার করে এবং এর জন্য জিহাদ করে তাকেই অপবাদ ও গালি দেওয়া হয়, তার মূল চিত্র বিকৃত করা হয়, হক্বকে এমন নাম দেওয়া হয় যার সাথে ভ্রষ্টতা, ফিতনাহ, বিচ্যুতি ও সন্দেহ থাকে।

আহমাদ ইবনে হাম্বাল - যিনি তার সময়ের আহলুস-সুন্নাহ’র ইমাম ছিলেন ও অনুসরণীয় চার ইমামগণের একজন। যখন তিনি হক্ব প্রচার করেছেন তখন পথভ্রষ্ট ও দরবারী ৭০ জন কাযী তার ব্যাপারে ফাতওয়া দিয়েছিল যে, তিনি একজন খারিজি, তার রক্ত হালাল। বরং তাকে হত্যা করার মাধ্যেমে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা যাবে।

খাল্লাল তার সুনানে আহমাদে ইবনে হাম্বাল থেকে বর্ণনা করেন - তিনি

---

[6] সুরা আলে ইমরান - ১৮৬

বলেন, “আমার নিকট পৌঁছেছে যে, আবু খালিদ, মুসা ইবনে মানসুর ও অন্যরা ঐ পক্ষে অবস্থান নিয়েছে। ফলে তারা আমাদের কথাকে দোষারোপ করছে এবং যে তাকফির করে তাকেও তারা দোষারোপ করছে। তারা মনে করছে, আমরা খারিজিদের ন্যায় কথা বলছি। অতঃপর আবু আব্দুল্লাহ ক্রুদ্ধ ব্যক্তির ন্যায় মুচকি হেসে বললেন, তারা মন্দ সম্প্রদায়।”[7]

ইবনে তাইমিয়্যাহ - যিনি আজ পর্যন্ত সকল আহলুস-সুন্নাহ’র নিকট শাইখুল ইসলাম হিসেবে পরিচিত। তার যুগের সকল দরবারী আলেম ও ফিরক্বার ঐ সকল নেতা; যাদের নিকট ইলম অর্জনের উদ্দেশ্য হাটু গেড়ে বসা হয়, তারা ফাতাওয়া দিয়ে বলেছে, নিশ্চয়ই তিনি একজন খারিজি, পথভ্রষ্ট, আল্লাহর দ্বীন পরিবর্তনকারী এবং একারণেই তিনি কারাগারে মৃত্যুবরণ করেছেন।

এমনকি তার ছাত্র ইবনুল ক্বাইয়্যিম রহিমাহুল্লাহ ‘আল কাফিয়াতুশ শাফিয়াহ’তে বলেন, “পরিচ্ছেদঃ হক্বপন্থীদের মিথ্যা প্রতিপন্ন করা ও অপবাদ দেওয়ার ব্যাপারে বর্ণনা এই যে, তারা খাওয়ারিজদের সাদৃশ্য।

আশ্চর্যের বিষয় হল; তারা এমন ব্যক্তির ব্যাপারে বলে,,

যিনি কুরআন ও সুন্নাহ’র নিকট নতিস্বীকার করে,,

নিশ্চয়ই তোমরা খাওয়ারিজদের মত। নিশ্চয়ই তারা,,

---

[7] ফাতওয়া শাইখুল ইসলাম- ৬/৪৭৯

প্রকাশ্য দিকগুলো গ্রহণ করেছে, মূল তাৎপর্য বিষয়গুলো আবিষ্কার করেনি বা খোজেনি,, ”

এমনকি শাইখ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব রহিমাহুল্লাহ, যিনি এ যুগের উম্মাহ’র তাওহীদ নবায়নকারী। আর আলে সালুল ও তার বাল’আমরা মিথ্যা বানোয়াট দাবি করে থাকে যে, তারা তার মানহাজের উপর রয়েছে, অথচ তাকেই খারিজি, তাকফিরী, রক্ত হালালকারী হিসেবে অপবাদ দেওয়া হয়েছে। বরং তারা তাকে কাফিরও সাব্যস্ত করেছে। শাওকানী তার কিতাব ‘বাদরুত তা’লি’তে বলেন - তিনি হলেন ইয়েমেনের মহান আলেমদের একজন, যারা সালাফী মতবাদের যুগ পেয়েছেন। শাইখ মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব ও নাজদে সালাফী মতবাদের আলেমদের ব্যাপারে যে অপবাদ দেওয়া হত সে ব্যাপারে শাওকানী বলেন, “নাজদের অধিবাসীর ব্যাপারে আমাদের কাছে যা পৌঁছেছে, এর সারমর্ম হল - মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব ঐ ব্যক্তির রক্ত ঝরানো হালাল মনে করেন, যে ব্যক্তি সালাতের জন্য জামা’আতে উপস্থিত হয় না।” তিনি বলেন, “এছাড়া এমন বিষয় পৌঁছেছে, আল্লাহই এর সঠিকতার ব্যাপারে ভালো জানেন!! কিছু মানুষ মনে করে মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব খাওয়ারিজদের আক্বীদায় বিশ্বাসী”!!! তিনি বলেন, “আর মক্কার অধিবাসীগণ তাকে কাফির সাব্যস্ত করতো এবং তারা তার ব্যাপারে ‘কাফির’ নাম ব্যাবহার করতো।”

সুতরাং যুগের পরিবর্তন হওয়া সত্বেও হক্বপন্থীগণের কেউ এই অপবাদ থেকে মুক্তি পাননি এবং তাদের পরেও কেউ মুক্তি পাবে না। বর্তমানে দাওলাতুল খিলাফাহও নতুন করে ক্বিয়ামত পর্যন্ত এই চলমান রীতি

থেকে মুক্তি পাবে না। ফলে তারা দাওলাহ’র ব্যাপারে বলেছে, পশ্চিমাদের এজেন্ট, অতঃপর রাশিয়ার এজেন্ট, অতঃপর অগ্নিপূজারীদের এজেন্ট, অতঃপর ইহুদীদের এজেন্ট, অতঃপর তারা তাদেরকে নাস্তিক যিনদিক আখ্যায়িত করেছে - যারা আল্লাহকে রব্ব, ইসলামকে দ্বীন ও মুহাম্মাদকে রাসুল হিসেবে বিশ্বাস করে না।

দাওলাতুল ইসলাম ঘোষণা হওয়ার সময় থেকেই খাওয়ারিজ ও খারিজি অপবাদ দেওয়া শুরু হয়।

খাওয়ারিজ কারা? তাদের আক্বীদাহ ও বৈশিষ্ট্যসমূহ কি? এই ধর্মত্যাগী ফিরক্বার সাথে দাওলাতুল ইসলামের কোন সাদৃশ্য আছে কি?

খাওয়ারিজদের বৈশিষ্ট্য ও আক্বীদাসমূহঃ

প্রথম বৈশিষ্ট্য ও আক্বীদাহঃ কবিরাহ গুণাহের কারণে তাকফির করা। খাওয়ারিজরা কবিরাহ গুণাহকারীকে কাফির মনে করে এবং যদি সে এর উপর মৃত্যুবরণ করে তাহলে সে চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে। তার অবস্থা একজন মুশরিকের মতই। সর্বোপরি এটাই খাওয়ারিজদের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য।

এটা পরিপূর্ণভাবে দাওলাতুল ইসলামের মানহাজের বিপরীত। আমিরুল মু'মিনিন শাইখ আবু ওমর আল-বাগাদাদী রহিমাহুল্লাহ - যিনি দাওলাতুল ইসলামিয়্যাহ'র প্রথম আমির। তিনি দাওলাহ গঠন হওয়ার সময় থেকে এর আক্বীদাহ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, "আমাদের ক্বিবলাহ'র দিকে ফিরে সালাত আদায়কারী মুসলিমদের মধ্য থেকে এমন ব্যক্তিকে আমরা কোন গুণাহের কারণে তাকফির করি না। যতক্ষণ না সে এটাকে হালাল মনে করে।"

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য ও আক্বীদাহঃ ব্যাপকভাবে তাকফির করা এবং মানুষের মূল হচ্ছে কুফর এই বিশ্বাস করা; খাওয়ারিজদের কিছু ব্যক্তির কথা হল, যে ব্যক্তি দারুল কুফরে অবস্থান করবে সে কাফির এবং যখন নেতা কাফির হয়ে যায় তখন তার অধিনস্থ অর্থাৎ জনগণও কাফির হয়ে যায়।

দাওলাতুল ইসলামের আক্বীদাহ'র ব্যাপারে এটা কোথায়?

দাওলাহ মনে করে মুসলিমদের মূল হচ্ছে ইসলাম। শামে বিভিন্ন দলসমূহের অবস্থা সম্পর্কে দাওলাতুল ইসলামের শারয়ী কমিটির

গবেষণার - তারিখঃ ১৬-০৬-১৪৩৫ হিজরী - প্রথম পৃষ্ঠায় রয়েছে, "যে ব্যক্তি শিরক ও মূর্তি পূজা পরিত্যাগ করবে এবং ইসলামের নিদর্শনসমূহ প্রকাশ করবে, আমাদের নিকট তার মূল হুকুম হল ইসলাম।" দাওলাতুল ইসলামের সাবেক মুখপাত্র শাইখ আবু মুহাম্মাদ আল-আদনানী তাকুব্বলাহুল্লাহ তার বক্তব্যে বলেন, শিরনামঃ <<হে মাজলুম দাওলাহ তোমার জন্য আল্লাহই রয়েছে>>

"মানুষের মূল হচ্ছে কুফর এটা সকল যুগের খাওয়ারিজদের উদ্ভাবিত কথা। নিশ্চয়ই দাওলাহ এই কথা থেকে মুক্ত। আর দাওলাহ'র আক্বীদাহ, মানহাজ ও আচরণ হচ্ছে; ইরাক ও শামের সকল আহলুস-সুন্নাহ মুসলিম। তাদের মধ্য থেকে কাউকে আমরা কাফির মনে করি না যতক্ষণ না শারয়ী দলিলের মাধ্যমে তার রিদ্দাহ প্রমাণিত হয়।"

তৃতীয় বৈশিষ্ট্য ও আক্বীদাহঃ অধিকাংশ সাহাবীগণকে তাকফির করা; যেমন, উসমান ইবনে আফফান, আলী ইবনে আবি তালিব, জামাল ও সিফফিনের সাহাবাগণ এবং প্রত্যেক এমন ব্যক্তি যে তাদের বিচারে সন্তুষ্ট।

অথচ সুন্নাহপন্থী দাওলাতুল ইসলামের আক্বীদাহ'র সাথে তাদের আক্বীদাহ'র মিল কোথায়?

দাওলাতুল ইসলাম সর্বদা রাসুল ﷺ এর সাহাবীগণের ভালবাসার ঘোষণা দেয় এবং দাওলাতুল ইসলামের আক্বীদাহ হল; সাহাবীগণ এই উম্মাতের সর্বোৎকৃষ্ট ব্যক্তি, তাদের জন্য সুউচ্চ মহান মর্যাদা রয়েছে। দাওলাতুল ইসলাম তাদের কাউকে তাকফির করে না। বরং বর্তমান

সময়ে দাওলাহ'ই রাফিদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের পতাকা উত্তোলন করেছে - যারা আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট। এর কিছু কারণ হল, রাফিদীরা স্পষ্টভাবে রাসুল ﷺ এর সাহাবীগণকে গালি দেয় ও এই আক্বীদাহ পোষণ করে যে, রাসুল ﷺ এর সাহাবীগণ কাফির। অপর দিকে এমন অনেক রাষ্ট্র রয়েছে যারা নিজেদের ইসলামী সুন্নিপন্থী রাষ্ট্র হিসেবে দাবি করে, যেমন- আলে সালুল (সৌদি) তাদের প্রচার মাধ্যমেই আল্লাহর রাসুল ﷺ এর সাহাবীগণকে গালি দেওয়া হচ্ছে। এমনকি রাফিদীরা জাযিরাতুল আরবে তাদের উপাসনালয় ও তাদের অবস্থান স্পষ্টভাবে ঘোষণা দিচ্ছে। অথচ এই যিনদিকদের কাউকে হত্যা করা হয়নি এবং এ কারণে বন্দিও করা হয়নি।

হে আল্লাহর বান্দাগণ! তাহলে প্রকৃতপক্ষে সুন্নিপন্থী দাওলাহ বা রাষ্ট্র কোনটি?

চতুর্থ বৈশিষ্ট্য ও আক্বীদাহঃ সুন্নাহ পরিত্যাগ করা যখন তা কুরআনুল কারীমের প্রকাশ্য অর্থের বিপরীত হয় এবং কুরআনে বর্ণিত নেই এমন অতিরিক্ত কিছু সুন্নাহ'তে পাওয়া গেলে তাও বর্জন করা।

তাদের মাঝে সর্বোস্বীকৃত মূলনীতি হল, কুরআনে যা বর্ণিত হয়েছে তা গ্রহণ এবং এর অতিরিক্ত হাদিসে সাধারণভাবে যা এসেছে তা প্রত্যাখ্যান। শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ রহিমাহুল্লাহ বলেন, "খাওয়ারিজরা সুন্নাহ থেকে ততটুকু গ্রহণ করে যা তাদের নিকট কুরআনের প্রকাশ্য অর্থের বিপরীতমুখী না হয়ে এর সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা দেয়। একারণে তারা যিনাকারীকে রজম করে না এবং চুরির কোন নিসাব নির্ধারণও করে না।"

কোন দিক থেকে দাওলাতুল ইসলামের মাঝে এবং এদের মাঝে সাদৃশ্য রয়েছে! অথচ দাওলাহ জিহাদের ভূমিতে হুদুদ প্রতিষ্ঠা করার কারণে আলে সালুলের দালালরা দাওলাহ'কে তিরস্কার ও নিন্দা করে।

পঞ্চম বৈশিষ্ট্য ও আক্বীদাহঃ তারা 'রজমের হদ' স্বীকৃতি দেয় না এবং চোরের হাত বোগল থেকে কাটা বাস্তবায়ন করে,কব্জি থেকে না কেটে।

শারীয়াহ'তে যেমনটি আছে এবং দাওলাতুল ইসলামও যেমনিভাবে এ প্রকার হদ বাস্তবায়ন করে - অর্থাৎ কব্জি থেকে হাত কাটা বাস্তবায়ন করে।

ষষ্ঠ বৈশিষ্ট্য ও আক্বীদাহঃ যে ব্যক্তি খিলাফাহ'র দায়িত্ব নিবেন তার ব্যাপারে 'কুরাইশী হওয়া' শর্ত না করা।

বর্তমানে দাওলাতুল ইসলামের নেতৃত্বে মুসলিমদের খলিফাহ রয়েছেন যিনি কুরাইশী, হাশেমী। দাওলাহ'র আক্বীদাহ'তে স্বীকৃত আছে যে, শারয়ী সম্মত খলীফাহ হওয়ার জন্য কুরাইশী হওয়া অপরিহার্য একটি শর্ত।

সপ্তম বৈশিষ্ট্য ও আক্বীদাহঃ হাদিসে খাওয়ারিজদের বৈশিষ্ট্য রয়েছে - রাসুল ﷺ এর বাণী, "তাদের বৈশিষ্ট্য হবে তাহলীক্ব" অর্থাৎ মাথা মুণ্ডন।

প্রত্যেক ইনসাফকারী ও সুন্নাহ'র অনুসারীর নিকট প্রমাণিত যে, দাওলাতুল ইসলামের সৈনিকগণ পরিপূর্ণভাবে এর বিপরীত। বরং এই হাদিসের অপব্যাখ্যাকারী কতিপয় বাল'আম পাওয়া যায়, তাহলীক্ব অর্থ; চুল লম্বা ব্যাখ্যা করে থাকে।

অষ্টম বৈশিষ্ট্য ও আক্বীদাহঃ খাওয়ারিজদের কিছু ফিরক্বার আক্বীদাহ হল; হায়েযগ্রস্থ মহিলার উপর তার হায়েযের সময়ের সালাত ক্বাযা আদায় করা ওয়াজিব।

যে ব্যক্তি এব্যাপারে দাওলাতুল ইসলামের বাস্তব অবস্থা জানে সে এটা জানে যে, এই আক্বীদাহ দাওলাহ তার ভূমিতে স্বীকৃতি দেয় না এবং এই ব্যাপারে দাওলাহ'র ফাতাওয়া বিভাগ ফাতাওয়াও দেয় না।

নবম বৈশিষ্ট্য ও আক্বীদাহঃ খাওয়ারিজদের বড় বৈশিষ্টের একটি হল যা প্রমাণিত ও প্রসিদ্ধ এবং তাদের সম্পর্ক প্রকাশ করে - নিশ্চয়ই তারা মুসলিমদের হত্যা করে এবং মুশরিকদের ছেড়ে দেয়।

অসাধু পণ্ডিত ও বাল'আমরা দাওলাহ'র সৈনিকদের ব্যাপারে এই বৈশিষ্ট্যটি অপবাদ দিয়ে বারংবার বলতে থাকে। সুতরাং হে মুওয়াহিহদ আমি আপনাকে আল্লাহর জন্য জিজ্ঞাসা করছি! বর্তমানে কারা কুফফার ও মুরতাদদের সাথে যুদ্ধ করছে এবং কারা তাদের বিজিত এলাকাগুলোতে মুসলিমদের রক্ষা করছে? দাওলাতুল ইসলাম নয় কি? কারা আহলুস সুন্নাহকে স্বাধীন করেছে? বর্তমানে কারা তাদেরকে মাসুল, আনবার, রাক্কা ও অন্যান্য জায়গায় রক্ষা করেছে? কারা মালিকী মূর্তিপূজারী রাফিদী, ইবাদী, ইরানী বিপ্লবী রক্ষি বাহিনী, রাফিদী শিরকের বন্ধন ও মুর্তিপূজারী রাফিদী ইরাকী হাশদ্ বাহিনীকে ধ্বংসের স্বাদ উপভোগ করিয়েছে? এবং আহলুস সুন্নাহ'র মুরতাদদের থেকে কারা তাদের সাথে রয়েছে?

অতঃপর আপনি অনুধাবন করুন হে সত্যবাদী মুওয়াহ্হিদ!

কে আমেরিকা ও ইরাক ইরানে মূর্তিপূজারী তাগুত রাফিদীদের সাথে জোটবদ্ধ হয়েছে?

কে তাদের সাথে সমাবেশগুলোতে বসে?

কে তাদেরকে সম্পদ, সহযোগীতা ও পরামর্শ দ্বারা সাহায্য করছে?

কে আমেরিকা ও অন্যান্যদের সাথে খিলাফাহ'র বিরুদ্ধে কুফরি জোটে প্রবেশ করছে? যে খিলাফাহ ইরাক ও শামে মুসলিমদের শক্তি ও বর্ম।

প্রত্যেক সত্যবাদী ইনসাফকারী যেন জেনে রাখে, খাওয়ারিজদের বৈশিষ্ট্য হল; নিশ্চয়ই তারা মুসলিমদের হত্যা করে ও মূর্তিপূজারীদের ছেড়ে দেয়। আর তারা হল উপসাগর ও আরবের তাগুতরা - যারা ইহুদী ও ক্রুসেইডারদের এজেন্ট, দাওলাতুল ইসলামের মুজাহিদরা নয়।

যদি দাওলাতুল ইসলাম কুফফার এবং মূর্তিপূজারীদের ছেড়ে দিয়ে মুসলিমদের হত্যা করতো তাহলে আমেরিকা, রাশিয়া, ইরান ও প্রত্যেক কুফফার জাতি কি দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করত? তার বিরুদ্ধে জোটগুলো বৈঠক করত?

সুতরাং দরবারী আলেম ও পণ্ডিতরা যেন আপনাকে ধোঁকায় না ফেলে। দাওলাহ কেন সাহওয়াত ও আল-জাইশুল আরাবীর সৈন্যদের সাথে যুদ্ধ করে এবং তাদের যেখানেই পায় সেখানেই হত্যা করে?

অতএব এটা জানা বিষয় যে, যখন কোন ব্যক্তি ইসলাম ভঙ্গের কারণ ও

রিদ্দামূলক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয় তখন দাওলাতুল ইসলাম তাকে তাকফির (কাফির সাব্যস্ত) করে - যে ব্যাপারে কুরআন, সুন্নাহ ও উম্মাহ'র ইজমাতে প্রমাণ বর্ণিত হয়েছে। দাওলাহ আত-ত্বইফাতুল মুমতানি'আতু মিনাশ-শারীয়াহ তথা শারীয়াহ থেকে নিবৃত্ত দলের সাথে যুদ্ধ করে ও তাদের তাকফির করে। আর এর উপরেই রাসুল ﷺ এর সাহাবীগণ প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তারা ঐ সকল ব্যক্তিদের সাথে যুদ্ধ করেছেন - যারা শুধুমাত্র যাকাত দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল। তাহলে ঐ সকল রাষ্ট্রসমূহ যারা আজ ইসলামের দাবি করে তারা কিভাবে শারীয়াহ'র সকল অথবা অধিকাংশ বিষয়গুলোকে থেকে নিবৃত্ত রয়েছে? তা শুধু একটি অথবা দুইটি বিষয় নয় - যেমন আবু বকর রাদিআল্লাহু আনহু'র সময় মুরতাদরা করেছিল।

যে ব্যক্তি দ্বীন থেকে রিদ্দায় পতিত হয় অথবা শক্তির মাধ্যমে দ্বীন থেকে বিরত থাকে তাকে তাকফির (কাফির সাব্যস্ত) করার কারণে যদি আপনারা দাওলাতুল ইসলামকে খারিজি মনে করেন, তাহলে ইসলামের ইমামদেরকে আপনাদের খারিজি মনে করা উচিৎ - এর শুরু হবে আবু বকর সিদ্দীক রাদিআল্লাহু আনহু থেকে, কেননা তিনি কুফর ও রিদ্দাহ'র কারণে যুদ্ধ করেছিলেন - ভ্রষ্ট হওয়ার জন্য এ কথাই বলাই যথেষ্ট।

শাইখ আব্দুল লতিফ বিন আব্দুর রহমান রহিমাহুল্লাহ বলেন, "সুতরাং যদি এরা খাওয়ারিজ হয় তাহলে উম্মাহ'র মধ্যে উদ্ভাবিত খারিজি ব্যতীত কেউ থাকবে না। আর এর ইমাম ও নেতা হল আবু বকর সিদ্দীক রাদিআল্লাহু আনহু - যিনি যাকাত দিতে অস্বীকারকারীকে তাকফির করেছেন ও তার সাথে যুদ্ধ করেছেন।" সুতরাং এটা সর্বজনবিদিত যে,

যারা দাওলাতুল ইসলামের সাথে যুদ্ধ করার ফাতাওয়া দেয়; এটা একারণে যে, দাওলাহ (মুরতাদকে) তাকফির করে ও তার সাথে যুদ্ধ করে। এছাড়া তারা জানে যে, দাওলাহ হক্বের (সত্যের) উপর রয়েছে। কিন্তু তারা এমন ইসলাম চায় যার মাঝে কোন যুদ্ধ ও তাকফির করা নেই - যাতে করে তাদের উপহার, পদবী ও মর্যাদা তাদের জন্য সমর্পণ করা হয়।

শাইখ মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব রহিমাহুল্লাহ বলেন, "সকল দেশের আলেমদের মধ্য থেকে তাওহীদ ও শিরক না করার ব্যাপারে যারা আমাকে সত্যায়ন করে, তারা যেন আমার উপর তাকফির ও ক্বিতালের (যুদ্ধের) বিষয় প্রত্যাখ্যান করে।"[৪]

আর দাওলাতুল ইসলাম আল্লাহর অনুমতিক্রমে তার যুদ্ধ জিহাদ চালিয়ে যাবে যেমন আল্লাহ ﷻ তার বান্দাদের আদেশ করেছেন এবং তিনি তাদের বিজয় ও তামকিনের ওয়াদা দিয়েছেন; কোন লাঞ্ছনাকারীর লাঞ্ছনা দাওলাহ'র কোন ক্ষতি করতে পারবে না এবং এর বিপরীতটাও হবে না - যতক্ষণ না আল্লাহ নিজ হাতে এই বিষয়টি পূর্ণ করবেন অথবা এটা শেষ হয়ে যাবে। আল্লাহ তার সকল বিষয়ের উপর বিজয়ী কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।

সকল প্রশংসা জগৎসমূহের রব আল্লাহর জন্য

---

[৪] রসাইলুশ-শাখছিয়্যাহ লিশ-শাইখ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব - ২৫ পৃষ্ঠা